বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

প্রকাশনাঃ
যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC)

উপদেষ্টাঃ
শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি, নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)

তত্ত্বাবধানঃ
সন্তোষ কুমার পন্ডিত পিএএ, অতিরিক্ত নিবন্ধক (যুগ্ম সচিব)
রনজিৎ কুমার রায়, উপ-নিবন্ধক
আবু ইসা মোহাঃ মোস্তফা ভূঁইয়া পিএএ, উপ-নিবন্ধক (চলতি দায়িত্ব)
মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সহকারী নিবন্ধক

সম্পাদনা ও সহযোগিতাঃ
জিকরা আমিন পিএএ, প্রোগ্রামার
মোঃ রকিব আহমেদ রনী, সহকারী নিবন্ধক
মুহাম্মদ সেলিম মিয়া, এক্সামিনার অব একাউন্টস
মোঃ নওয়াব প্রামানিক, এক্সামিনার অব একাউন্টস

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ		৬
পটভূমি		৭
আরজেএসসি'র কার্যাবলি		৮
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল		৮
আরজেএসসি'র সেবাসমূহ	নিবন্ধন প্রক্রিয়া	১০-১৪
	রিটার্ন ফাইলিং	
	প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান	
	উইন্ডিং আপ	
	স্ট্রাক অফ	
আরজেএসসি'র রাজস্ব আয়		১৪
২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি		
	Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম	১৫
	এক ব্যক্তি কোম্পানি (OPC) নিবন্ধন চালুকরণ	১৭
	ভিডিও পোর্টাল চালুকরণ	১৭
	ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে বেপজার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১৭
	আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	১৮
	সেবা সপ্তাহ পালন	১৮
	সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	১৮
	ইনোভেশন নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম	১৯
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	১৯
	জাতীয় শোক দিবস পালন	২০
	করোনাকালে কার্যক্রম	২০

‘মুজিববর্ষ’ ও ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম		
	অনলাইনে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান	২১
	Incorporation Certificate ও Registration Certificate এ মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার	২১
	সেবা বুক প্রকাশ	২২

মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। জাতির পিতার এই উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে তার যোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দূরদর্শী রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ ব-দ্বীপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য পূরণে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ন্যায় এ দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিদপ্তরের সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০০৯ সনে কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরিদপ্তরটি ২০১০ সালে রিটার্ন ফাইলিংসহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামের ছাড়পত্র, সার্টিফাইড কপি প্রদান, অনলাইন নিবন্ধন, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। এখন সেবা গ্রহিতাগণ অনলাইনে আবেদন করে তার আবেদনের অবস্থান অনলাইনে ট্রাকিং করার পাশাপাশি ইমেইলে চাহিত সার্টিফাইড কপি পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেবা গ্রহিতাদের অনলাইন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকার ফলে অত্র দপ্তরের ডিজিটাল প্রয়াসের শতভাগ সুফল গ্রহন করতে পারছেন না। বাংলার জণগনের কাঙ্খিত গৌরবান্বিত বর্ষ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে এ পরিদপ্তর হতে গ্রাহক সাধারণকে প্রদেয় সেবা আরো সহজ ও গ্রাহকবান্ধব করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গ্রাহক সাধারণের কোম্পানি গঠন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করতে অত্র দপ্তরে সভা আহ্বান করা হয়। গ্রাহক সাধারণ নিজেরাই যাতে সহজে আরজেএসসির সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর প্রথম দিবসে একটি সেবাবুক প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ২০১৯ সালে প্রণীত 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬ থেকে ৮ ধাপ এগিয়ে ১৬৮ এ উন্নীতকরণে এ পরিদপ্তরের যুগান্তকারী কার্যক্রমগুলো প্রত্যক্ষ অংশীদার। এই প্রকাশনা উদ্যোক্তাদের ব্যবসা আরম্ভকরণ (Starting a Business) এ সহায়ক হবে এবং বিদেশি বিনোয়োগকারীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে বলে মনে করি।

শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি
নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)

পটভূমি

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে যৌথমূলধন ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে কোম্পানি আইনের আওতায় কলকাতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর প্রথমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পরিদপ্তরটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করা হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে জাতীয় উন্নয়নে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনীতির বিনির্মাণে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পরিদপ্তরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্নের জন্য ও এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি, ২০০৯ সন হতে অত্র দপ্তর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম শুরু করে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্য, যা এনে দেয় যুগান্তকারী সাফল্য ও গ্রাহক সেবায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। পরিদপ্তরটি বর্তমানে (১) অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, (২) নিবন্ধন, (৩) রিটার্ন দাখিল, (৪) নিজস্ব সার্ভার ব্যবহার করে **LAN** অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে নিবন্ধন, (৫) রিটার্ণ রেকর্ডভূক্তকরণ, (৬) অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। সর্বোপরি গত বছরে নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধনের আবেদন দাখিল ও ফি জমাকরণ এ তিনটি পদ্ধতিকে একীভূত করে একটি পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এ সকল যুগান্তকারী সেবা পদ্ধতি প্রচলনের ফলে পরিদপ্তরটিকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের দিক থেকে প্রথম ডিজিটাল অফিস হিসেবে দেশে ও বিদেশে পরিচিতি করে তুলছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে।

ভিশনঃ ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন এবং নিবন্ধন পরবর্তী সেবা কার্যক্রম বিশ্বমানে উন্নীতকরণ।

মিশনঃ পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে অনলাইন সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ, আধুনিকীকরণ, যুগোপযোগীকরণ ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

আরজেএসসির কার্যাবলীঃ

আরজেএসসি কোম্পানি, অংশীদারী ফার্ম, সোসাইটি ও ট্রেড অর্গানাইজেশন নিবন্ধন প্রদান করে এবং নিম্নবর্ণিত প্রযোজ্য আইনের বিধি মোতাবেক দাখিলকৃত বিভিন্ন রিটার্ণসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক রেকর্ডভূক্তি নিশ্চিত করে।

(ক) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সর্বশেষ ২০২০ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী কোম্পানি নিবন্ধন, বিধিবদ্ধ রিটার্ণসমূহ রেকর্ডভূক্তকরণ ও সার্টিফাইড কপি প্রদান।

(খ) ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ অনুযায়ী বাণিজ্য সংগঠন নিবন্ধন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র রেকর্ডভুক্তিকরণ।

(গ) সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ অনুযায়ী সোসাইটি, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন নিবন্ধন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র রেকর্ডভুক্তিকরণ।

(ঘ) অংশীদারী কারবার আইন, ১৯৩২ অনুযায়ী অংশীদারী ফার্ম নিবন্ধন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র রেকর্ডভুক্তিকরণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

নিবন্ধক আরজেএসসির প্রধান। নিবন্ধকের পরপরই একজন অতিরিক্ত নিবন্ধক এবং ঢাকা কার্যালয়ে দুইজন উপ-নিবন্ধক ও চট্টগ্রামে একজন করে উপ-নিবন্ধক রয়েছেন। এছাড়া ঢাকাতে ৩ জন এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে একজন করে সহকারী নিবন্ধক রয়েছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর বিভাগীয় কার্যালয় গুলো নিবন্ধকের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বর্তমান আরজেএসসির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ৮১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন স্তরে কর্মরত আছেন।

REVISED ORGANIZATION
Registrar of Joints Stock Companies and Firms
MINISTRY OF COMMERCE

Summery of Manpower

Sl. No.	Category	Number
1.	Class- I	15
2.	Class- II	19
3.	Class- III	34
4.	Class-IV	13
	Total	81

REGISTRAR

Pers- 4
1x Registrar.
1 x Stenographer
1 x Driver
1 x MLSS

CHITTAGONG DIVISION	DHAKA DIVISION (South)	DHAKA DIVISION (North) Uttara	KHULNA DIVISION	RAJSHAHI DIVISION
Pers-10 1 x Deputy Registrar 1 x Asstt. Registrar 1 x Examiner of Accounts 1 x Inspector of companies 1 x UDA 1 x Computer Operator 2 x LDA-cum- Computer Operator 1 x MLSS 1 x Night Guard	Pers – 29 1 x Additional Registrar 1 x Deputy Registrar 1 x Programmer 2 x Asstt. Registrar 2 x Asstt. Programmer 6 x Examiner of Accounts 1 x Inspector of Companies 1 x UDA 1 x Accountant 1 x Record Keeper 4 x Computer Operator 2 x LDA-cum- Computer Operator 1 x Cashier 1 x Copyist 1 x Driver 2 x MLSS 1 x Night Guard	Pers – 20 1 x Deputy Registrar 2 x Asstt. Registrar 3 x Examiner of Accounts 3 x Inspector of Companies 1 x UDA 1 x Accountant 1 x Record Keeper 4 x Computer Operator 1 x Cashier 2 x MLSS (out sourcing) 1 x Night Guard (out sourcing)	Pers- 9 1 x Asstt. Registrar 1 x Examiner of Companies 1 x Inspector of Companies 1 x UDA 1 x Computer Operator 2 x LDA-cum- Computer Operator 1 x MLSS 1 x Night Guard	Pers- 9 1 x Asstt. Registrar 1 x Examiner of Companies 1 x Inspector of Companies 1 x UDA 1 x Computer Operator 2 x LDA-cum- Computer Operator 1 x MLSS 1 x Night Guard

AUTHORISATION OF TRANSPORT AND MAJOR OFFICE EQUIPMENTS

Sl. No.	Particulars	Number
01.	Car	01no.
02.	Microbus	01no.
03.	Photocopier	02nos.
04.	Fax machine	05nos.
05.	Computer (PC- Including 1 Laptop)	58 nos.
06.	Servers with accessories	08 nos
07.	Printer (including network)	07 nos.
08.	Scanner	02 nos.
09.	UPS for Workstation	60 nos.
10.	UPS for Server (heavy duty)	02 nos.
11.	Multimedia Projector	01 no.
12.	Generator	01 no.

কপিষ্ট পদটি শর্ত সাপেক্ষে [illegible] ভিত্তিতে আনা হয়েছে। নিযুক্ত কর্মচারীর, পদত্যাগ, অবসর বা মৃত্যুর সাথে সাথে পদটির অবলুপ্তি ঘটবে।

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আরজএসসির অনুমোদিত জনবল

দপ্তরওয়ারী জনবলের শ্রেণী বিন্যাস ও পরিসংখ্যানঃ						
দপ্তর		১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
ঢাকা	অনুমোদিত	১১	১৩	২২	৭	৫৩
	বিদ্যমান	১০	১০	১৯	৭	৪৬
	শূন্য	**১**	**৩**	**৩**	**০**	**৭**
রাজশাহী	অনুমোদিত	১	২	৪	২	৯
	বিদ্যমান	১	০	৩	০	৪
	শূন্য	**০**	**২**	**১**	**২**	**৫**
চট্টগ্রাম	অনুমোদিত	২	২	৪	২	১০
	বিদ্যমান	১	১	৩	২	৭
	শূন্য	**১**	**১**	**১**	**০**	**৩**
খুলনা	অনুমোদিত	১	২	৪	২	৯
	বিদ্যমান	১	১	২	১	৫
	শূন্য	**০**	**১**	**২**	**১**	**৪**
মোট	অনুমোদিত	১৫	১৯	৩৪	১৩	৮১
	বিদ্যমান	১৩	১২	২৭	১০	৬২
	শূন্য	০২	০৭	০৭	০৩	১৯

আরজেএসসি'র সেবাসমূহ

আরজেএসসি পাবলিক, প্রাইভেট ও বিদেশী কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন, অংশীদারি ফার্ম, সোসাইটিকে আইনানুগ বেশ কিছু সেবা প্রদান করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে চাহিত তথ্য প্রদান করে মানি লন্ডারিং, রাজস্ব আদায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে অবদান রাখছে। নিম্নে আরজেএসসির সেবা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

(ক) নিবন্ধন প্রক্রিয়া (Registration)

উদ্যোক্তাগণ নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে RJSC বরাবর আবেদন করেন এবং প্রযোজ্য আইনের শর্ত পূরণ ও নির্ধারিত ফি, ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ সাপেক্ষে আরজেএসসি নিবন্ধনপত্র প্রদান করে থাকে।

১. পাবলিক কোম্পানি নিবন্ধন;
২. প্রাইভেট কোম্পানি নিবন্ধন;
৩. এক ব্যক্তির কোম্পানি নিবন্ধন;
৪. বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানির লিয়াজো/ব্রাঞ্চ অফিস নিবন্ধন;
৫. বাণিজ্য সংগঠন নিবন্ধন;
৬. সোসাইটি নিবন্ধন;

৭. অংশীদারি ফার্ম নিবন্ধন;

৮. গ্যারান্টিদ্বারা সীমিতদায় কোম্পানি নিবন্ধন;

টেবিলঃ আরজেএসসি কর্তৃক বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের নিবন্ধনের তথ্যঃ-

অর্থবছর	কোম্পানি	সোসাইটি	পার্টনারশিপ ফার্ম	ট্রেড অর্গানাইজেশন	কোম্পানি (২৮ ধারা)	মোট প্রতিষ্ঠান
২০১৬-২০১৭	৭,২২০	৩৬১	১,৬২১	২২	০	৯,২২৪
২০১৭-২০১৮	৭,৬২৯	৩০৬	১,৮৩৩	১৮	০	৯,৭৮৬
২০১৮-২০১৯	৬,৯৪৫	২২৯	১,৭৪০	২১	১	৮,৯৩৬
২০১৯-২০২০	৯,০১০	২৫০	১,৮২৭	১৬	৭	১১,১১০
২০২০-২০২১	১২১২৫	৩১৭	২৩৫৯	১৮	৭	১৪,৮২৬

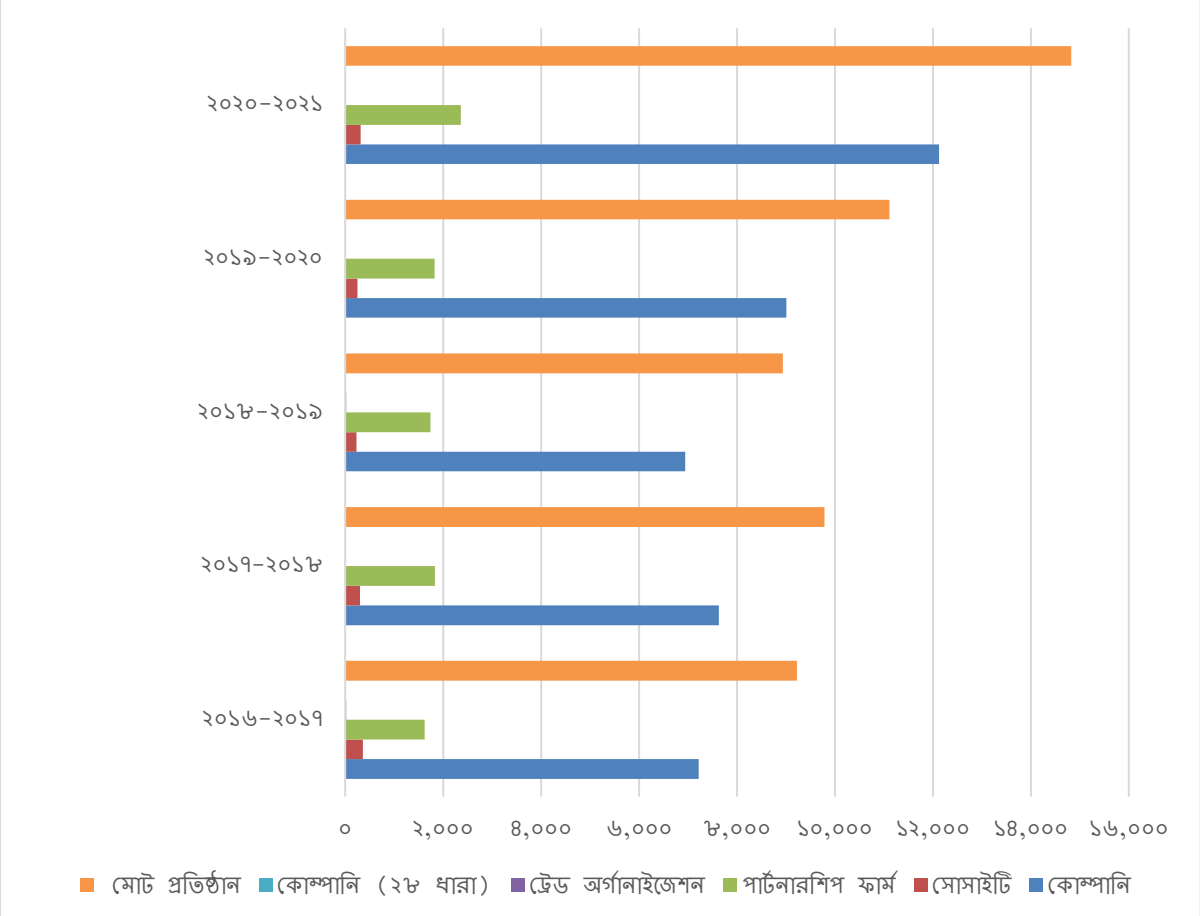

টেবিলঃ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুসারে আরজেএসসি'র নিবন্ধনের পরিসংখ্যান:

ক্রঃনং	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	১৯৪৭ থেকে ১৯৭১	১৯৮২ পর্যন্ত	২০০৯ পর্যন্ত	জুন , ২০২১ পর্যন্ত
১.	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	১,৪৪৫	১,৭৮২	২,৮২০	৩,৫৮৭
২.	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	২,৩২২	৭,৮১৩	৮২,৩৪৩	১,৮৬,৮২৫
৩.	বিদেশী কোম্পানি	৩২১	৩৮৪	৫৩১	৯৭৪
৪.	অংশীদারী ফার্ম	১৬,৯১৭	২৭,৯০১	৩৫,৫৮২	৫১৩৩২
৫.	ট্রেড অর্গানাইজেশন	৪৭	১৪২	৭৩৭	১,১৪৩
৬.	সোসাইটি	৫৫৬	৯২৭	১০,৬৪০	১৫২৫৩
	মোট:	**২১,৬০৮**	**১,৩৮,৯৪৯**	**১,৩২,৬৫৩**	**২,৫৯,১১৪**

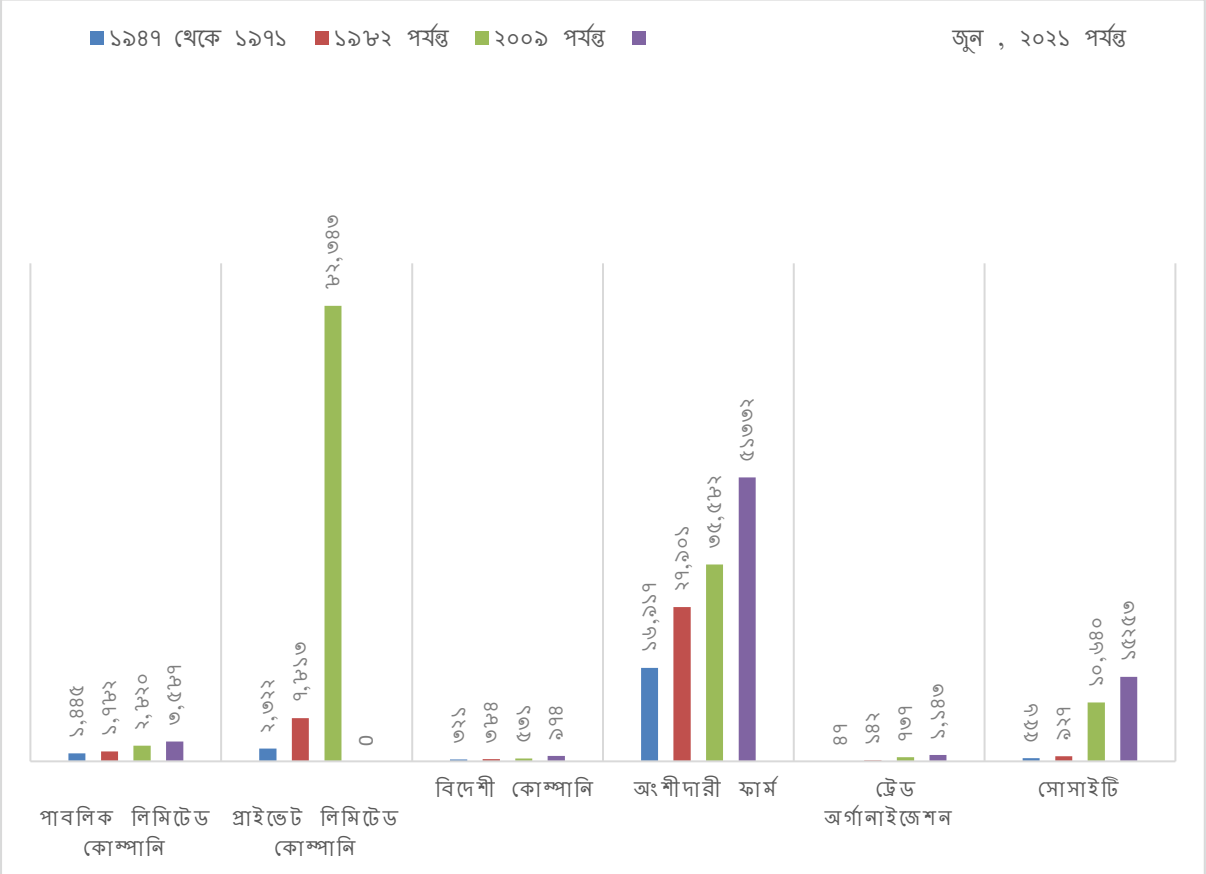

(খ) রিটার্ন ফাইলিং (Return Filing)

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের আলোকে যথাযথ ফরমে ও নির্ধারিত সময়ে রিটার্ন ফাইল RJSC বরাবর দাখিল করতে হয়। আরজেএসসি দাখিলকৃত রিটার্ণ যাচাই বাছাই করে রেকর্ডভূক্তকরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ করে থাকে। রিটার্ন ফাইলিং এ বিভন্ন ধরনের রিটার্ন দাখিল হয়ে থাকে, যেমনঃ

নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহের রিটার্ন:-

১. বার্ষিক রিটার্ন
২. পরিচালক পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৩. কোম্পানির শেয়ার বরাদ্দকরণ রিটার্ন
৪. অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধির রিটার্ন
৫. শেয়ারমূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৬. কোম্পানির মর্টগেজ নিবন্ধন
৭. শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত রিটার্ন
৮. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৯. সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন
১০. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
১১. এছাড়া কোম্পানি আইনে বর্ণিত যেকোনো রিটার্ণ
১২. উইন্ডিং আপ সংক্রান্ত রিটার্ণ
১৩. স্ট্রাইক অফ সংক্রান্ত রিটার্ণ
১৪. বিবিধ

অংশীদারি ফার্মের দাখিলকৃত রিটার্নসমূহ:-

১. অংশীদারি দলিল পুর্ণগঠন রিটার্ন
২. অংশীদারি চুক্তি বাতিলকরণ রিটার্ন

সোসাইটির দাখিলকৃত রিটার্নসমূহ:-

১. বার্ষিক রিটার্ন
২. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৩. সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন
৪. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৫. কমিটি পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ণ।

বিদেশী কোম্পানির রিটার্নসমূহ:-

১. পরিচালকের পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ণ
২. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন (বিদেশে পরিবর্তিত)
৩. সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন (বিদেশে পরিবর্তিত)
৪. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন

৫. লিয়াজো/ব্রাঞ্চ অফিস পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ণ।

বাণিজ্য সংগঠনের দাখিকৃত রিটার্নসমূহ:-

১. বার্ষিক রিটার্ন
২. পরিচালক পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৩. নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন
৪. সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন সংক্রান্ত রিটার্ন
৫. অফিস ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন

(গ) প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান (Issuance of certified copies)

কোন প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডের প্রত্যায়িত অনুলিপির জন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারেন। আইন ধারা উল্লেখকরণ এরূপ আবেদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আরজেএসসি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অতীত রেকর্ডের প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করে থাকে। তবে লাভ ও ক্ষতির হিসাব শুধুমাত্র ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ব্যক্তির কাছেই প্রকাশ করা হয়।

(ঘ) উইন্ডিং আপ (Winding up)

যদি কোনো প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায়, পাওনাদারের অথবা আদালতের আদেশে উইন্ডিং আপ সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ রিটার্ণ এ দপ্তরে দাখিল করে, আরজেএসসি তা রেকর্ডভূক্ত করে।

(ঙ) স্ট্রাক অফ (Struck off)

যদি কোন নিবন্ধিত কোম্পানি নিষ্ক্রিয় (Defunct) বা আর চলমান না থাকে তবে আরজেএসসি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে উক্ত কোম্পানির নাম নিবন্ধন বই থেকে কেটে দেয়। উল্লেখ্য কোম্পানির নাম কেটে দেওয়া হলেও কোম্পানির দেনা-পাওনা অবসান হয় না।

আরজেএসসি'র রাজস্ব আয়

আরজেএসসি সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের রাজস্ব আদায়ের চিত্র নিম্নরূপঃ-

অর্থবছর	নন-ট্যাক্স রাজস্ব (টাকা)	স্ট্যাম্প ডিউটি (টাকা)	ভ্যাট (টাকা)	মোট (টাকা)
২০১৬-২০১৭	১৪৫,১৭,৫৪,০৪২.৬৫	৬৬,৮৯,৮১,৪৯৯.৭২		২১২,০৭,৩৫,৫৪২.৩৭
২০১৭-২০১৮	১৬৯,২৬,৩০,৪৫৫.৪০	৫৬,২০,৫৬,৭২৮.২৪	১২,৫০,২২,১০৬.১৯	২৩৭,৯৭,০৬,২৮৯.৮৩
২০১৮-২০১৯	১৬১,২২,২০,৯৩৩.০০	২১৮,৬২,৭৩,৩৬৩.৪০	২৪,১০,০৬,৪০৪.৯১	৪০৩,৯৫,০০,৭০১.৩১
২০১৯-২০২০	৯৫,৫৬,৩৯,১০০.৫০	৭৩,০৯,৩৪,১৪৫.৬৮	১৪,৩৩,৭৫,৩৩০.৮১	১৮২,৯৯,৪৮,৫৭৬.৯৯

২০২০-২০২১ (৩০ জুন ২০২১)	১,৪৪৭,১৮৫,১৪৭.৪৭	৪৮৬,৩৭৩,৬৬১.২৮	২১৬,৯৪৪,৪৭০.৬৩	২,১৫০,৫০৩,২৭৯.৩৮

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে, উন্নয়নের রোল মডেলে অংশীদার হতে এবং বিনিয়োগ বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টিতে এ পরিদপ্তরটি নামের ছাড়পত্রসহ নিবন্ধন এবং নিবন্ধন পরবর্তী রিটার্ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে। উল্লেখ্য যে 'Ease of Doing Business' এর 'Starting a Business' সূচকে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধনের আবেদন এবং নিবন্ধন ফি জমাদানের ৩টি ধাপকে একধাপে উন্নিত করে "একক নিবন্ধন প্রক্রিয়া (Single Process Registration)" চালু করা হয়েছে। 'Starting a Business' সহজ করার জন্য বিডা, বেজা, হাইটেক পার্ক এর One Stop Service প্লাটফর্মের সাথে এ পরিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকের কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে ফি প্রদানের অসুবিধা দূরীভুত করে অনলাইন ব্যাংকিং ও ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তথ্য বিনিময়ের জন্য এনবিআর'র ই-টিন সিস্টেমের সাথে এ পরিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এনআইডি সার্ভারের সাথে পরিদপ্তরের সার্ভারের সংযুক্তিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাহকবান্ধব সেবা পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরজেএসসি নিবন্ধিত কোম্পানির নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি ও মর্টগেজ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করা অব্যাহত আছে।

Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সহযোগিতা**মূলক কার্যক্রম:**

Ease of Doing Business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ (Procedure) হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

- **একক পদ্ধতিতে ব্যবসায় নিবন্ধন:** Ease of Doing Business' এর 'Starting a Business' সূচকে উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে প্রস্তাবিত কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধনের আবেদন এবং নিবন্ধন ফি জমাদানের ৩টি ধাপকে একধাপ করে একক পদ্ধতিতে নিবন্ধন (Single Process Registration) প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধনের আবেদন দাখিল ও ব্যাংকে টাকা জমাদানের তিনটা ধাপে নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করার পরিবর্তে উদ্যোক্তগণ একক পদ্ধতিতে একটি মাত্র আবেদনের মাধ্যমে ব্যবসায় নিবন্ধন (Single Process Registration) সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে উদ্যোক্তারা ঘরে বসে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে নিবন্ধন আবেদনের ফিস প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তাদের কর্মঘণ্টা সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে সম্মানিত

উদ্যোক্তাগণ সহজেই নিবন্ধন সনদ পাচ্ছেন। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে Ease of Doing Business এর Starting of a Business সূচকের বর্তমান র‍্যাংকিং ১৩১ থেকে ডাবল ডিজিটে উন্নীত হবে । যা সার্বিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

- **কোম্পানি আইন সংশোধন:** কোম্পানি আইন -১৯৯৪ কে ২০২০ সালে সময়ের উপযোগী করে সংশোধন করা হয়। ফলে;
  - একজন ব্যক্তি একাই কোম্পানি নিবন্ধন করতে পারবে। ফলে স্বাধীনভাবে নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
  - কোম্পানির ৫% শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় এজেন্ডা প্রদান করতে পারবেন । এতে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ তথা Minority Investors Interest নিশ্চিত করা হয়েছে।
  - কোম্পানির কমন সিলের প্রয়োজনীয়তা রহিত করা হয়েছে।
  - কোম্পানি আইনের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইন-২০০৬ এর ব্যবহার অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

- **একদিনে নিবন্ধন বা ইনকর্পোরেশন প্রদান কার্যক্রমঃ** কোম্পানি, অংশীদারী ব্যবসা, বাণিজ্য সংগঠন এবং সোসাইটির নিবন্ধন একদিনে সম্পন্ন করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । ২০২০-২১ অর্থবছরে অতিমারীর মধ্যেও ১২,১২৫ টি কোম্পানি, ২৩৫৯ টি অংশীদারী ব্যবসা, ১৮ টি বাণিজ্য সংগঠন এবং ৩১৭ টি সোসাইটি নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নিবন্ধণের জন্য আবেদিত কোম্পানির ৬,২১০টি কোম্পানিকে অর্থাৎ প্রায় ৫১ শতাংশ কোম্পানিকে একদিনে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

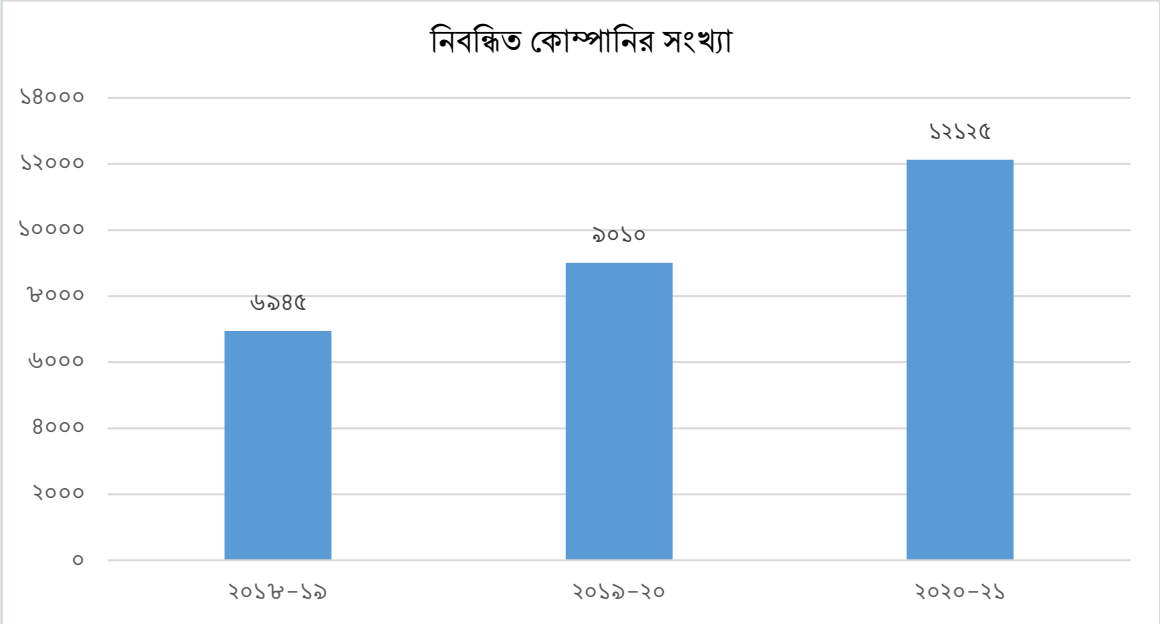

চিত্রঃ বিগত ৩ অর্থবছরে কোম্পানি নিবন্ধনের তুলনামূলক চিত্র

এক ব্যক্তি কোম্পানি (OPC) নিবন্ধন চালুকরণ:

কোম্পানী আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী) ২০২০ এ বহুল প্রত্যাশিত এক ব্যক্তির কোম্পানি (OPC) প্রবর্তন করা হয়েছে। কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিদপ্তর কর্তৃক এক ব্যাক্তির কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন

করা হয়েছে। বহুল আকাঙ্ক্ষিত ‘এক ব্যাক্তির কোম্পানি’ প্রবর্তন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Ease of Doing Business’ এর ‘Starting a Business’ সূচকে উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভিডিও পোর্টাল চালুকরণ:

সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহণ সহজ করণের লক্ষ্যে একক পদ্ধতিতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও তৈরী করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ফলে সেবাগ্রহীতারা টিউটোরিয়াল দেখে সহজেই একক পদ্ধতিতে কোম্পানি নিবন্ধন করতে পারবেন। একই সাথে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি একদিকে যেমন সহজতর করবে, অন্যদিকে তা তাদের সময় ও অর্থের সাশ্রয়ও করবে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে বেপজার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

ইপিজেড এ অবস্থিত বিনিয়োগকারীদের জন্য এ পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অনলাইন সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্তির লক্ষ্যে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর মধ্যে ২৩ মে ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ফলে ইপিজেড বিনিয়োগকারীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস গ্রহণের পথ সুগম হয়েছে।

চিত্র: ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে আরজেএসসি ও বেপজার মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ:

পুরনো রেকর্ডসমূহ ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৮০ লক্ষ ম্যানুয়াল রেকর্ডকৃত ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে চাহিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

সেবা সপ্তাহ পালন:

"উদ্যোক্তাদের বিশেষ দিন, সেবা সপ্তাহের সুযোগ নিন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০২১ উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। ৩০ শে এপ্রিল থেকে ০৬মে ২০২১ পর্যন্ত সেবা গ্রহীতাদের নূন্যতম সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়।

সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা **বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:**

সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে:

- **অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সভা:** আরজেএসসি ২০০৯ সাল থেকেই সেবাগ্রহীতাদের অনলাইনে সেবা প্রদান করে আসছে। তথ্য প্রযুক্তির নিত্য নতুন উদ্ভাবনের সাথে তাল মিলিয়ে এ পরিদপ্তর তার অনলাইন সেবাকে নিয়মিত হালনাগাদ করে আসছে। আরজেএসসির অনলাইন সেবা এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর বিভিন্ন সংশোধনী নিয়ে সেবাগ্রহীতা এবং অংশীজনদের নিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১ এবং ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোট ৪টি অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সভার আয়োজন করা হয়।

- **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভা:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হালনাগাদকৃত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং অফিসে প্রবেশ মুখে ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সেবা, সেবার মান, সেবার সময়, সেবার জন্য প্রযোজ্য ফি, সেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের সচেতন করতে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১ এবং ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোট ৪ টি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা-অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এ পরিদপ্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা এবং বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতি মাসেই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্তণালয় প্রেরণ করা হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১ এবং ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোট ৪টি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হলে সেই সর্ম্পকে অভিযোগ প্রেরণের ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য সেবা প্রত্যাশীদের সেবা বিষয়ে কোন অভিযোগ, পরামর্শ/মতামত থাকলে তা নির্বিঘ্নে প্রদানের লক্ষ্যে অভিযোগ মতামত/পরামর্শ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- **শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ এর এম ১.২ লক্ষ্য অনুযায়ী পরিদপ্তরের দৈনন্দিন কাজে প্রচলিত এবং প্রয়োগকৃত শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে নিয়মিত ভাবেই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ০১ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১, ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মোট ৪ টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইনোভেশন নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামঃ

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ এর উদ্দেশ্যে আরজেএসসির কর্মকর্তাদের নিয়ে ০৬ থেকে ০৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ একটি নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় ।এই প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হল : কর্মকর্তাগণ একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই কর্মসূচির মধ্যদিয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান শেয়ার এর মধ্য দিয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যেন কাজে লাগাতে পারে তা বের করে নিয়ে আসা । কিছু ভাল অনুশীলন এবং উদ্ভাবন ,সেবা সহজীকরণ সম্পর্কিত পাঠ নিয়ে আলোচনা করা ।সর্বোপরি উক্ত প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মকর্তাগণ উদ্ভাবন-চর্চায় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা এবং গভীরতা অর্জন করবে ।

ছবিঃ আরজেএসসি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা **বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমঃ**

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসময়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার ধারণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়া এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নরূপ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাসভিত্তিক বিবরণ (জনঘন্টা)													
শ্রেণী	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
১ম	০	০	১৮	৩৬	৪৪	৭৮	৩৬	৩৬	৩০	০	১৮	৭৮	৩৭৪
২য়	০	০	৮৮	৮৮	২২	১১২	২৬	১৪২	২১২	০	৬৮	১৯৪	৯৫২
৩য়	০	০	৯৮	৭৬	৭৮	৩২০	৭৬	২৯০	২৬০	০	৭৮	২৯০	১৫৬৬
৪র্থ	০	০	১৪	৪২	১৪	৪২	১৪	৪২	১৪	০	২৮	৪৯	২৫৯
												সর্বমোট	**৩১৫১**

জাতীয় শোক দিবস পালনঃ

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এ পরিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনা, শোকসভা, ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

করোনাকালে কার্যক্রম:

(i) কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে লকডাউন ও সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়। এ সময়ে পরিদপ্তরের সার্ভার চালু রাখা হয় এবং গ্রাহক কর্তৃক রিটার্ন দাখিল, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণ, বন্ধকী বিবরণী নিবন্ধন, সার্টিফাইড কপি প্রদানসহ সকল প্রকার ডিজিটাল সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়। এ ছাড়া ZOOM Application Platform ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভার আয়োজন করা হয়;

(ii) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাস্ক ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে;

(iii) No Mask No Service নিশ্চিত করা হয়েছে;

(iv) অফিসে দর্শনার্থী প্রবেশ সীমিত করণ করা হয়েছে;

(v) হেল্প ডেস্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে স্বল্প সময়ে সেবা গ্রহীতাদের সেবা নিশ্চিতকরণ হয়েছে।

(vi) অফিসে প্রবেশের সময় সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে;

(vii) অফিসে প্রবেশকারীদের হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মাধ্যেমে হাত জীবানুমুক্ত করণপূর্বক অফিসে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে;

(viii) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লিকুইড সাবান, টয়লেট টিসু ও ফ্যাসিয়াল টিসু সরবরাহ করা হয়েছে;

(ix) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাস্ক ও সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে;

(x) দর্শনার্থীদের জন্য Queue management বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

(xi) প্রতিদিনই অফিস জীবানুমুক্তকরণ করা হয়েছে হয়েছে যা অব্যাহত আছে;

(xii) ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন

গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্যাকসিন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

‘মুজিববর্ষ’ ও ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

অনলাইনে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান:

মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন কার্যক্রমটি অনলাইনে সম্পন্ন করা হলেও নিবন্ধিত মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সরবারাহ করা হতো। ই-মর্টগেজ সার্টিফিকেট পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে সেবা গ্রহীতা ঘরে বসেই e-mail যোগে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হচ্ছেন। এতে সেবা গ্রহীতাকে স্ব-শরীরে অফিসে হাজির হতে হচ্ছে না। দ্রুততম সময়ে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ফলে কোম্পানিসমূহের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণের অর্থপ্রাপ্তি সহজতর হয়েছে।

Incorporation Certificate ও Registration Certificate এ মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৭ই মার্চ, ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এই সময়কালের মধ্যে নিবন্ধিত সকল কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন সমূহকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত Incorporation Certificate এবং অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ও সোসাইটি সমূহকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত Registration Certificate প্রদান করা হচ্ছে।

Certificate of Incorporation
(under Act XVIII of 1994)

No. C-172246/2021

I hereby certify that ***TRIZEN LIMITED*** *is this day incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 and that the Company is Limited.*

Given under my hand at ***Dhaka*** *this* ***Thirtieth*** *day of* ***June*** *two thousand and twenty-one.*

By order of
Registrar

Assistant Registrar
Registrar of Joint Stock Companies & Firms
Bangladesh

N.B. This certificate is digitally signed. Please find the soft copy to verify the signature.

চিত্র: Incporporation Certificate এ মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার

সেবা বুক প্রকাশ:

গ্রাহকদের কাঙ্খিত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, প্রদেয় সেবাসমূহকে আরো সহজ ও গ্রাহকবান্ধবকরণের লক্ষ্যে কোম্পানি গঠন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে গ্রাহকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরনির্ভরশীলতা হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে একটি সেবাবুক প্রকাশ করা হয়।

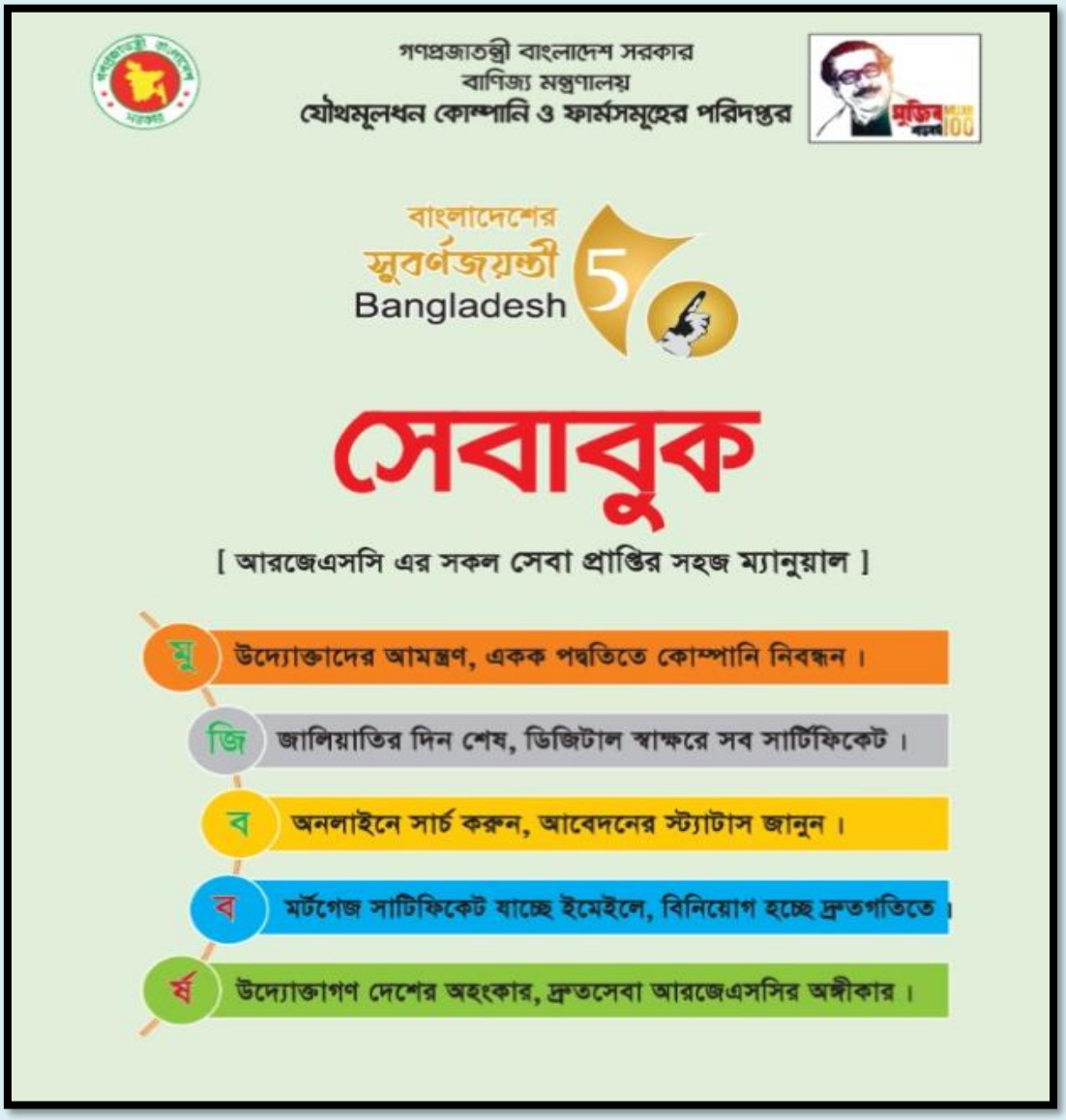

চিত্র: আরজেএসসি কর্তৃক প্রকাশিত সেবা বুক

আরজেএসসির সকল সেবা অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন
www.roc.gov.bd